

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা : ২৬, সাপ্তাহিক ২৭ সেপ্টেম্বর ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 27 Sept 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 26, Rs. 2

শতবর্ষ পেরিয়েও কলম ছিল সঙ্গী, প্রয়াত বর্ষীয়ান কবি মুকুল দাস



নিজস্ব প্রতিবেদন : খবরের ঘন্টা
শুভানুধ্যায়ী পরিবারের সদস্য, বর্ষীয়ান
কবি মুকুল দাস আজ সকালে শিলিগুড়ির
হায়দরপাড়া শরৎ পল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস
ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স
হয়েছিল ১০২ বছর। বেশ কয়েকদিন
ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন।

পরিবার সূত্রে জানা
যায়, কয়েকদিন আগে
বাথরুমে পড়ে গিয়ে
তিনি আরও অসুস্থ হয়ে
পড়েন। বয়সজনিত
নানা শারীরিক
প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও
শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর
সঙ্গী ছিল কলম। কবিতা
লেখার মধ্য দিয়েই
জীবনের শেষ সময়টুকু
কাটিয়েছেন তিনি।
একের পর এক কবিতা লিখে যাওয়া এবং
সৃষ্টিশীলতার প্রতি তাঁর এই অদম্য আগ্রহ
নিঃসন্দেহে অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর একাধিক
কবিতার বইও রয়েছে।

প্রয়াত মুকুল দাসের পুত্র নির্মলেন্দু
দাস একজন বিশিষ্ট লেখক, কবি ও

বিজ্ঞানী। তাঁর পুত্রবধূ গোপা দাস একজন
বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী। মৃত্যুকালে তিনি
রেখে গেছেন দুই পুত্র ও চার কন্যা-সহ
অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও শুভানুধ্যায়ীকে।
শতবর্ষ পেরিয়েও বয়সের
সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে কবিতাকে
অবলম্বন করে সক্রিয় থাকার যে প্রয়াস
তিনি দেখিয়েছেন, তা নতুন প্রজন্মের
কাছেও অনুপ্রেরণার। তাঁর জীবন প্রমাণ
করে, বয়স সৃষ্টিশীলতার পথে বাধা নয়;
ইচ্ছাশক্তি ও ভালোবাসা থাকলে শেষ
বয়সেও মানুষ সৃষ্টির আনন্দে নিজেকে
জীবন্ত রাখতে পারেন।
প্রয়াত কবি মুকুল দাসের আত্মার
শান্তি কামনা করেছেন খবরের ঘন্টার
সম্পাদক বাপি ঘোষ। একই সঙ্গে তিনি
শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি
গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

দার্জিলিং মোড়ে যানজট কমাতে নতুন রাস্তা



নিজস্ব প্রতিবেদন : পুজোর আগেই যানজট কমানোর বড়
উদ্যোগ শিলিগুড়িতে মাল্লাগুড়ি, দার্জিলিং মোড় সংযোগকারী
নতুন রাস্তা খুলে দেওয়া হয়েছে অস্থায়ীভাবে। রাতের নিরাপত্তা
থেকে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ; সবকিছু সরেজমিনে খতিয়ে দেখল
পুলিশ। আলোর ঘাটতি ও দূর্যটনাপ্রবণ জায়গাগুলিতে নজর
দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ পুজোর ভিড়ে শহরের যান
চলাচল স্বাভাবিক রাখতেই এই নতুন পরিকল্পনা।

দুর্গাপুজোর আগে শহরে যানবাহনের বাড়তি চাপ
সামলাতে এবং দীর্ঘদিনের যানজট থেকে দার্জিলিং মোড়কে
কিছুটা স্বস্তি দিতে নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। মাল্লাগুড়ি
থেকে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত সংযোগকারী নতুন রাস্তাটি
অস্থায়ীভাবে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

রাস্তা চালু হওয়ার পর এর নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত
পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রবিবার রাতে এলাকায়
পরিদর্শনে যান ট্রাফিক পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।
উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক ডেপুটি পুলিশ কমিশনার কাজী
শামসুদ্দিন আহমেদ, ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার

সুবীর দত্ত, জংশন ট্রাফিক ইন্সপেক্টর হদম সাহা, দার্জিলিং মোড়
জংশন ইনচার্জ টিউ সাহা-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও
কর্মীরা। পুলিশ আধিকারিকেরা নতুন রাস্তাটির বিভিন্ন অংশ
হেঁটে ঘুরে দেখেন। বিশেষ করে রাতের সময়ে রাস্তার কোথাও
পর্যাপ্ত আলো রয়েছে কি না, কোনও অংশ পিছল কি না কিংবা
দূর্যটনার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে এমন জায়গা রয়েছে কি
না, তা খতিয়ে দেখা হয়।

পরিদর্শনে রাস্তার কয়েকটি অংশে আলোর ঘাটতির বিষয়টি
নজরে আসে। পথচারী ও যানবাহনের নিরাপত্তার কথা মাথায়
রেখে দ্রুত পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পাশাপাশি যান চলাচল সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য
প্রয়োজনীয় সাইনবোর্ড, দিকনির্দেশিকা এবং ট্রাফিক সিগন্যাল
বসানোর বিষয়েও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা
হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রস্তাবিত ট্রাফিক পরিকল্পনা অনুযায়ী, দার্জিলিং মোড়ের
নিচ দিয়ে তৈরি প্রথম রাস্তা ব্যবহার করে যানবাহন চলাচলের
ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে মূল মোড়ের উপর যানবাহনের
চাপ কিছুটা কমে বলে আশা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, রবিবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার
পরিদর্শনের পর নতুন রাস্তাটি অস্থায়ীভাবে যান চলাচলের জন্য
খুলে দেওয়া হয়। দুর্গাপুজোর সময়ে শিলিগুড়ি শহর ছাড়াও
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ শহরে
আসেন। ফলে এই সময়ে যানবাহনের চাপও অনেকটাই বেড়ে
যায়। সেই পরিস্থিতিতে নতুন রাস্তা এবং পরিকল্পিত ট্রাফিক
ব্যবস্থার মাধ্যমে যানজট নিয়ন্ত্রণে এনে সাধারণ মানুষ ও
পর্যটকদের যাতায়াত আরও সহজ ও স্বচ্ছন্দ করাই প্রশাসনের
মূল লক্ষ্য।

গ্রামের স্কুলে ডিজিটাল শিক্ষার আলো



নিজস্ব প্রতিবেদন : শহরের আধুনিক
শিক্ষার সুযোগ এবার পৌঁছে গেল গ্রামের
ছোট স্কুলের খুদে পড়ুয়াদের কাছেও।
ডিজিটাল শিক্ষার আলোয় বাধাজোত
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পেল নতুন
রূপ। শিক্ষার সুযোগে গ্রামের ছেলেমেয়েরা
যেন পিছিয়ে না থাকে, সেই লক্ষ্যেই নিউ
ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই উদ্যোগ।
প্রজেক্টরের মাধ্যমে এবার ক্লাসে আরও
সহজ, আকর্ষণীয় ও আধুনিকভাবে পাঠ শেখ
ার সুযোগ পাবে পড়ুয়ারা। আর উদ্বোধনী
অনুষ্ঠানে খুদে পড়ুয়াদের নাচ, আবৃত্তি ও
'বন্দেমাতরম' পরিবেশনে মুখর হয়ে উঠল
গোটা স্কুল চত্বর। গ্রামের সরকারি স্কুলের
পড়ুয়ারাও যাতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে
বঞ্চিত না হয়, সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে
গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে ডিজিটাল ক্লাসরুম
তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে নিউ ওয়েলফেয়ার
সোসাইটি। সেই উদ্যোগেরই আরও একটি
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বুধবার, ২৩
সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি মহকুমার বাধাজোত
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৈরি করা হল একটি
ডিজিটাল ক্লাসরুম।

এদিন নিউ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির
পক্ষ থেকে বাধাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের
হাতে একটি প্রজেক্টর তুলে দেওয়া হয়। এর
মাধ্যমে পড়ুয়াদের শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্তিনির্ভর
ও আরও আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে পাঠদানের
সুযোগ তৈরি হল। ডিজিটাল ক্লাসরুম
উদ্বোধন উপলক্ষে স্কুলে আয়োজিত
অনুষ্ঠানে খুদে পড়ুয়ারা নৃত্য ও আবৃত্তি
পরিবেশন করে। তাদের সুন্দর পরিবেশনায়
অনুষ্ঠানে তৈরি হয় আনন্দঘন পরিবেশ।
'বন্দেমাতরম' পরিবেশনের মধ্য দিয়ে
অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দুর্গা
মুর্মু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত
শিক্ষক তথা পরিবহন ও অর্থ প্রতিমন্ত্রী
আনন্দময় বর্মনের পিতা সুরেন্দ্রনাথ বর্মণ।
নিউ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে
উপস্থিত ছিলেন সভাপতি পিন্টু ভৌমিক,
সম্পাদক বিষুপদ বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ
কৌশিক দত্ত, নিরঞ্জন দাস, কিশোর মোহন্ত,
আকাশ পাল, শুভদীপ ঘোষ, নিবেদিতা
মোহন্ত-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে
উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব মণ্ডল
এবং সহশিক্ষক রাজেশ বসাক ও শুভেন্দু
জানা। গ্রামীণ এলাকার পড়ুয়াদের শিক্ষায়
প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করে তোলা এবং
শহর-গ্রামের শিক্ষার সুযোগের ব্যবধান
কমানোর ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগ কতটা
কার্যকর হয়, সেদিকেই এখন নজর থাকবে।
বাধাজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে
পড়ুয়াদের কাছে নতুন এই ডিজিটাল ক্লাসরুম
তাই নিছক একটি প্রজেক্টর নয়, বরং আধুনিক
শিক্ষার নতুন দরজা খুলে দেওয়ার একটি
প্রয়াস।



খবরের ঘন্টা

শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী : জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনিয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুষ্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

পুজোর আনন্দ হোক সবার

দুর্গাপুজো বাঙালির আবেগ, সংস্কৃতি ও মিলনের উৎসব। মগুপে নতুন থিম, আলোকসজ্জা ও সৃজনশীল আয়োজন উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। বড় বাজেটের থিম পুজোও হোক, তাতে আপত্তি নেই।

তবে উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি আমাদের মনে রাখতে হবে গরিব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের কথা। তাঁদের পাশে দাঁড়ানো, খাবার ও বস্ত্র দেওয়া, স্বাস্থ্য ও সেবামূলক উদ্যোগ নেওয়াও পুজোর অন্যতম দায়িত্ব হতে পারে।

নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব পাক। শব্দ ও প্লাস্টিক দূষণ কমুক, জলাশয় ও প্রকৃতি সুরক্ষিত থাকুক।

থিম হোক যতই বড়, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধই হোক এবারের পুজোর সবচেয়ে বড় বার্তা।



গ্রামে মানসিক স্বাস্থ্যের পাঠ, শান্তির বার্তা যুবসমাজের



নিজস্ব প্রতিবেদন : গ্রামের ৩০ জন যুবক-যুবতীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হল মানসিক স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ।

মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত মানুষের পাশে কীভাবে দাঁড়াতে হবে, মিলল তার শিক্ষা। প্রশিক্ষণে গুরুত্ব পেল মানসিক স্বাস্থ্য, সহমর্মিতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ভাবনা। বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে হাতে-কলমে শেখানো হল সমস্যার মোকাবিলার কৌশল।

বিশ্ব শান্তি দিবসে নাটক, অঙ্কনসহ নানা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার অঙ্গীকার যুবসমাজের। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো এবং গ্রামস্তরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাটিগাড়া ব্লকে অনুষ্ঠিত হল মানসিক স্বাস্থ্যের দ্বিতীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলেন্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং মেনোহাইট সেন্ট্রাল কমিটির সহযোগিতায় বেলডাঙ্গী-১, বেলডাঙ্গী-২ এবং পতিরামজোত গ্রামের ৩০ জন যুবক-যুবতী এই প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

মাটিগাড়া ব্লকের মেন্টাল হেলথ কাউন্সেলিং সেন্টারে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও

অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে বোঝানো হয়, গ্রামে কোনও ব্যক্তি মানসিক সমস্যার মধ্যে থাকলে কীভাবে তাঁর পাশে দাঁড়াতে হবে, তাঁকে সহযোগিতা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

সংস্থার ট্রেনিং অ্যান্ড ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর তরুণ কুমার মাইতি, মাটিগাড়া ব্লকের কাউন্সেলর পাপিয়া বারই, ফিল্ড ওয়ার্কার মোঃ জমির উদ্দিন এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর বিশাল দত্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির দায়িত্বে ছিলেন।

প্রতি মাসেই এই যুবক-যুবতীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে জানা যায়। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর বিশ্ব শান্তি দিবস উপলক্ষে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা নাটক, অঙ্কন প্রতিযোগিতা-সহ বিভিন্ন শান্তি বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশ নেবে।

প্রশিক্ষণের শেষে অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীরা অঙ্গীকার করেন, আগামী দিনেও তাঁরা প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন এবং মানসিক সমস্যায় থাকা মানুষের পাশে দাঁড়াবেন।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

পুজোয় জমবে রাজবংশী পাঁচালির আসর



নিজস্ব প্রতিবেদন : ঢাকার বাদির সঙ্গে এবার উত্তরবঙ্গে মাতবে পাঁচালির সুর। দুর্গাপুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে রাজবংশী ভাষায় গান, অভিনয় আর হাস্যরসের জমজমাট পরিবেশনা। পুজোর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছে পালাগানের দলগুলির জোরদার তালিম।

দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর; বিভিন্ন প্রান্তে বসবে পাঁচালী পালাগানের আসর।

চোপড়ার শিল্পীদের প্রস্তুতিও তুঙ্গে, নতুন পালা নিয়ে মঞ্চ মাতানোর অপেক্ষা।

দুর্গাপুজো মানেই উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তে উৎসবের আবহ। আর সেই উৎসবের আনন্দকে আরও রঙিন করে তুলতে পুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে বসে পাঁচালী

পালাগানের আসর। রাজবংশী ভাষায় গান, অভিনয়, হাসি-কৌতুক আর লোকসংস্কৃতির মেলবন্ধনে জমে ওঠে এই জনপ্রিয় পালাগান।

দুর্গাপুজো উপলক্ষে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া এলাকায় এবারও একাধিক পাঁচালী পালাগানের আসর বসতে চলেছে। আর তাই বিশ্বকর্মা পুজোর পর থেকেই পালাগানের দলগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে জোরকদমে রিহাসাল বা তালিম।

চোপড়া ব্লকের হনুমানগছ এলাকার রাধাগোবিন্দ পাঁচালী গোষ্ঠী-র শিল্পীদেরও এখন ব্যস্ত সময় কাটছে। পুজোর আসরে দর্শকদের মন জয় করতে নতুন পালা নিয়ে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

দলের ম্যানেজার প্রদীপ কুমার সিংহ এবং পরিচালক বাঙালি সিংহ জানান, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দে তাঁদের দলের বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে সম্পূর্ণ রাজবংশী ভাষায় গান ও অভিনয়ে পরিবেশিত পালা ‘সাবধান উত্তরবঙ্গ’। এর পাশাপাশি ‘বৌমার গালাত মুক্তার মালা, শশুরের হাতত ভিক্ষার বাল্য’-সহ আরও বেশ কয়েকটি পালা মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছে।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক বায়না এসেছে বলেও জানিয়েছেন দলের ম্যানেজার প্রদীপ

কুমার সিংহ। ফলে পুজোর মরশুমে একের পর এক আসরে পরিবেশনার জন্য মহড়া চলছে নিয়মিত।

পালাগানের হাস্য-কৌতুকের অংশে রয়েছেন উত্তম কুমার পালা। পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ সিংহ, হেমন্ত সিংহ-সহ অন্যান্য শিল্পীরা। মহিলা চরিত্রে রয়েছেন মালতি বর্মন, সূর্যমুখী বর্মন, বিক্রম সিংহ-সহ অন্যান্য।

গানের সঙ্গে পালায় আবহ আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন কাবলি বর্মন, বাঁশিলাল সিংহ, ধরমচন সিংহ, হেমন্ত সিংহ-সহ দলের অন্যান্য শিল্পীরা।

শিল্পীদের কথায়, দুর্গাপুজো থেকেই বিভিন্ন মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরারই এখন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। লোকসংস্কৃতির এই পুরনো ধারাকে ধরে রেখে নতুন প্রজন্মের কাছে রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতিকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টাও রয়েছে তাঁদের।

উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থেকে সুবল গোপের প্রতিবেদন।

খবরের ঘন্টা, শিলিগুড়ি।

নেশার বিরুদ্ধে পুলিশের ডাক



নিজস্ব প্রতিবেদন : মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে এবার ব্যবসায়ীদের পাশে চাইছে পুলিশ।

শুধু অভিযান নয়, নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতার লড়াইয়ে দরকার গোটা সমাজের সহযোগিতা।

যুবসমাজকে মাদকের ভয়াল গ্রাস থেকে বাঁচাতে ব্যবসায়ীদের কাছে পুলিশের বিশেষ আবেদন।

ওষুধের দোকান থেকে বাড়ি ভাড়া; সতর্কতার বার্তা পুলিশের।

হায়দরপাড়ার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে নেশা, সাইবার অপরাধ ও মোবাইল ব্যবহারের কুফল নিয়ে সচেতনতার বার্তা।

মাদকের নেশার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে ব্যবসায়ী মহলের সহযোগিতা চাইল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। শনিবার শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ে এ নিয়ে একটি সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন ভক্তিনগর থানার আইসি মহেশ্বর মাঝি। বক্তব্য রাখেন ভক্তিনগর থানার পিসি পার্টির ওসি উদয় চক্রবর্তীও। মাদকের নেশা কীভাবে একজন ব্যক্তির পাশাপাশি তাঁর পরিবার ও গোটা সমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেতে পারে, তা নিয়ে

বিস্তারিত আলোচনা করেন চিকিৎসক ডাঃ এস পি দে।

বক্তারা বলেন, নেশার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে যুবসমাজের উপর। তরুণ প্রজন্মকে নেশার কবল থেকে দূরে রাখতে পরিবার, ব্যবসায়ী সমাজ, চিকিৎসক, পুলিশ এবং সাধারণ মানুষ; সকলের সম্মিলিত ভূমিকা প্রয়োজন। নেশা সংক্রান্ত কোনও গোপন তথ্য বা সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের খবর থাকলে তা পুলিশকে জানানোর আবেদনও করা হয়।

এদিনের সভায় সাইবার নিরাপত্তা নিয়েও সচেতনতা বাড়ানোর বার্তা দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ব্যবহারের নেতিবাচক প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেন বক্তারা।

ওষুধের দোকানগুলির ক্ষেত্রেও বিশেষ সতর্কতার কথা বলা হয়। নেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ওষুধ বা কাফ সিরাপ যাতে কোনওভাবেই অপ্রাপ্তবয়স্ক বা যুবকদের হাতে না পৌঁছয়, সে বিষয়ে ব্যবসায়ীদের আরও সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি দেবশঙ্কর সাহা, সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি-সহ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা। ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে নেশা ও অপরাধের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়।

বৈঠকে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রেও বাড়ির মালিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন আইসি মহেশ্বর মাঝি। তাঁর বক্তব্য, পরিচয় ও প্রয়োজন সম্পর্কে যথাযথভাবে খোঁজ না নিয়ে বাড়ি ভাড়া দিলে সেই জায়গাকে কখনও কখনও মাদক কারবার বা সাইবার অপরাধের কাজে ব্যবহার করা হতে পারে। তাই ভাড়াটিয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য যাচাই করে তবেই বাড়ি ভাড়া দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

নেশার বিরুদ্ধে পুলিশের এই সচেতনতামূলক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যবসায়ী মহল ও উপস্থিত সকলে। তাঁদের মতে, মাদকবিরোধী লড়াই শুধু পুলিশের একার নয়; সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সম্মিলিত সচেতনতাই পারে যুবসমাজকে নিরাপদ রাখতে। ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুজিত ঘোষ জানিয়েছেন, পুজোর আগে যানজট কমানোর ভাবনায় হায়দরপাড়া স্কুলের পাশে একটি ট্রাফিক পুলিশের বৃথও উদ্বোধন করা হয়েছে।

রক্তদানে নতুন প্রজন্ম, মানবিকতার বার্তা শিলিগুড়িতে



নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করলেন বিশিষ্টজনেরা।

সামাজিক কাজের পাশাপাশি রক্তদানেও সচেতনতা গড়ে তুলছে শিলিগুড়ি গিভ লাইফ সোসাইটি। রক্তদান মানেই জীবন বাঁচানোর অঙ্গীকার। সেই মানবিক বার্তাকে সামনে রেখে রবিবার শিলিগুড়ির শান্তিনগর বিনয় মোড়ে শান্তি সংঘ ক্লাব চত্বরে অনুষ্ঠিত হল এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। শিলিগুড়ি গিভ লাইফ সোসাইটির উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে বিশেষভাবে নজর কাড়েন নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করে তাঁরা অন্যদেরও রক্তদানে এগিয়ে আসার বার্তা দেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে অনেক সময় প্রয়োজনের মুহূর্তে রক্ত পাওয়া যায় না। এমনকি ডোনার কার্ড নিয়েও কখনও কখনও সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এই পরিস্থিতিতে রক্তের ঘাটতি পূরণ করতে নিয়মিত স্বেচ্ছা রক্তদানের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানান তিনি।

শিখা চট্টোপাধ্যায় আরও বলেন, একসময় তিনি নিজেও বহুবার রক্তদান করেছেন এবং এখনও রক্ত দিতে আগ্রহী। তবে বয়সজনিত কারণে বর্তমানে তা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত পদ্মশ্রী করিমুল হকও রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরে সকলকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহিত করেন। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তথা শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায় এবং শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবের কর্তা অংশুমান চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। শিলিগুড়ি গিভ লাইফ সোসাইটির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক সহায়তা ও পরিবেশ সংরক্ষণ-সহ বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা। আগামী দিনেও আরও বেশি মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগঠনের সদস্যদের উৎসাহিত করা হয়।

এদিন কনটেন্ট ক্রিয়েটর প্রিয়াঙ্কা ঘোষ, পর্ণা চক্রবর্তী-সহ আরও কয়েকজনকে উৎসাহিত করা হয়। সব মিলিয়ে রক্তদান শিবিরটি শুধু রক্ত সংগ্রহের আয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, নতুন প্রজন্মের মধ্যে মানবিক দায়িত্ববোধ ও স্বেচ্ছা রক্তদানের সচেতনতা তৈরির একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও দিয়ে গেল।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধু নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে, যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে। কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য : ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ক্যারাটেতে সোনা, সেরা যোদ্ধা গোবিন্দ



নিজস্ব প্রতিবেদন : ইন্দো-নেপাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপে সোনার ঝলক গোবিন্দ সরকারের।

৩১০ প্রতিযোগী লড়াইয়ে ৭০ কেজি বিভাগে বাজিমাত। শুধু সোনা নয়, জিতে নিলেন ‘বেস্ট ফাইটার’ সম্মানও।

কালিম্পংয়ের সেন্টেনারি হলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স তরুণ ক্যারাটে খেলোয়াড়ের। গোবিন্দের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত তাঁর পরিবার ও প্রশিক্ষকরা।

কালিম্পংয়ের সেন্টেনারি হলে অনুষ্ঠিত হল ৫ম ইন্দো-নেপাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট ৩১০ জন শিক্ষার্থী ও প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেও নিজের দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দেন গোবিন্দ সরকার।

৭০ কেজি বিভাগে দুর্দান্ত লড়াই করে সোনা জয় করেন গোবিন্দ। তাঁর শক্তিশালী পারফরম্যান্স বিচারকদের নজর কাড়ে। প্রতিযোগিতায় অসাধারণ ক্রীড়াশৈলীর স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ‘বেস্ট ফাইটার’-এর সম্মানও।

একই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা যোদ্ধা হিসেবে গোবিন্দ সরকারের এই স্বীকৃতি তাঁর সাফল্যের মাত্রাকে আরও উজ্জ্বল করেছে। তাঁর এই কৃতিত্ব আগামী দিনে ক্যারাটে ক্ষেত্রে আরও বড় সাফল্যের পথ খুলে দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন শুভানুধ্যায়ীরা।